

ডামেন ট্রেড

ক্যাম্পেন ০০৭

ই ব্যান ক্ষেত্র মি ৯
অ্যাসনি হার্ন ⚡ হেনরি গামিজ
জন ম্যাকলাফ্টি



ଭାଷମ ପତ୍ର

୦୦୭

କ୍ରାନ୍ତିକା ପ୍ରଧାଳ

ଇ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ର ମି ୧
ଅୟାଶ୍ଵନି ହାର୍ନ ଓ ହେନରି ଗାମିଜ
ଜନ ମ୍ୟାକଲାଙ୍କି



ଭାଷାତର ଏବଂ ଅକ୍ଷରବିନ୍ୟାସ : ଦେବଶୀଷ କର୍ମକାର

জেমস বন্ডের
প্রথম অভিযান
ক্যাসিনো
রয়্যাল





তবে ভাল কথা এই যে ফরাসি পুলিশ ল্যে শিফের ক্লাবগুলো বন্ধ
করে দিয়েছে...







ফরাসি গুপ্তচর বিভাগ লেয়ে শিফের সম্বন্ধে যা
জানে ম্যাথিস বন্ডকে সেগুলো বলল...

উপকূলবর্তী রাতাটা ধরে দশ মাইল গেলেই লো শিফের বাগানবাড়ি...



...ওর সাথে সবসময় দু'জন দেহরঙ্গী থাকে।
দেখে বেশ জাঁদরেল মনে হয়...

রয়্যাল-লো-অ্য শহরে লেয়ে শিফের একজন লোকের তিন রহস্যময় চিরিত্রের সাথে দেখা করার কথা হয়েছে...



“...ঠিকই আছে। কাজে আসতে
পারে।”



হার্মিটেজ বার-এ...



একটা বাকাডি, একটা ফিনে এ্য লু,
একটা অমেরিকানো, আর...

মাফ করবেন, একটা
টেলিফোন কল এসেছে...

আগে কখনও কোনও মেয়ের সাথে
কাজ করিনি জানি না এর জন্য
আকেপ করব না
আনন্দ!

সেটা ভবিষ্যতের
জন্য তোলা থাক,
মিঃ বন্ড!



ম্যাথিস ফিরে আসছে, আমাকে
আবার একটা মধ্যাহ্ন-ভোজ
মেতে হবে!

আমার খুব ভাল বন্ধু ও!

দেখতে সুপুরুষ বটে, কিন্তু
কেমন জানি দয়ামায়াইন
বলে মনে হয়!

দু'জনে করছেটা কী?

পর্যাশ বছর আগেও রয়্যাল-ল্যু-অ্য সমুদ্রের ধারের একটি ছোট শহর ছিল...



বড় ডেসপারকে বিদায় জানিয়ে এসেছে...











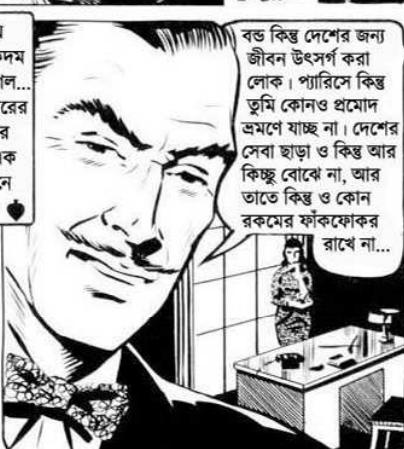
বড় আর ভেসপার ক্যাসিনোর উদ্দেশ্যে রওনা
হল— ল্যে শিফের সাথে সম্মুখসম্মরণে...

ভেসপার বন্ডকে বলতে লাগল কীভাবে সে সহকারীর
কাজটা পেল...

...তুমি এখনই প্যারিস রওনা দাও,
ওখনে গিয়ে বিভাগের
ম্যাথিসের সাথে দেখা
করবে।



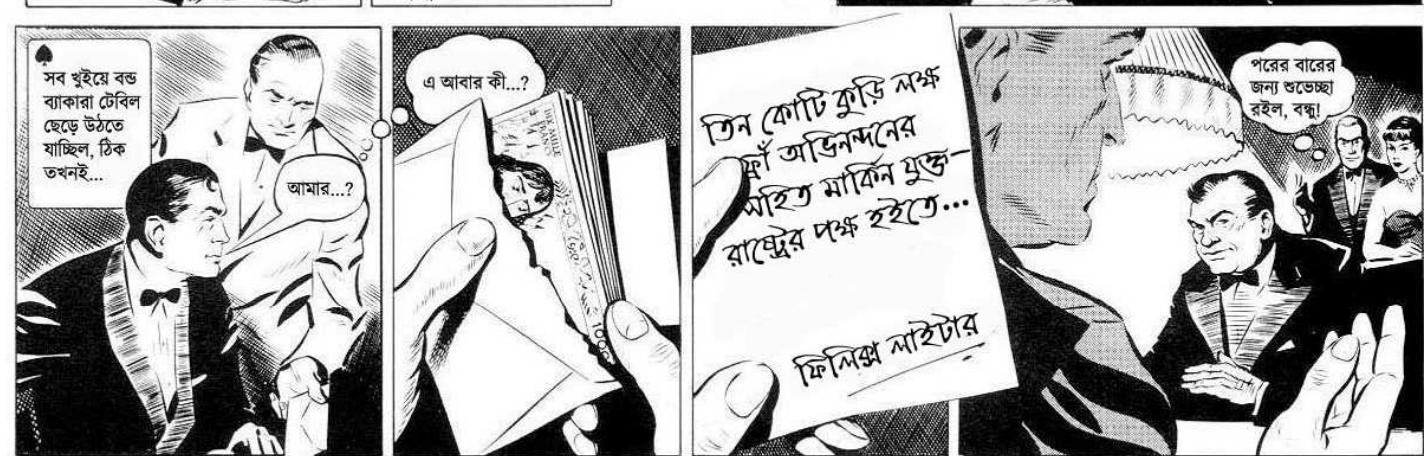
ক্যাসিনোয়ে
পৌছে বড় একদম
চৃপ্তাপ হয়ে গেল...
এসময় ভেসপারের
সদরদণ্ডের এক
দিনের কথা মনে
পড়ে গেল...



জেমস বড়ের (ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের চর, নং. ০০৭) বন্দ: ব্যাকারা খেলার নিয়ম হল হাতে দু'টো কি তিনটে তাস থাকবে যার মোট পয়েন্ট ৯ বা নয়ের কাছাকাছি হতে হবে। সাবে, বিবি, গেলামের তাস বা ১০ হলে জিতবে না। টেক্সের তাসকে ১ ধরা হবে, অন্য তাসগুলোর সংখ্যা ধরা হবে। সংখ্যার যোগফলের শুধুমাত্র লেয়ে সংখ্যাটাই ধরা হবে। অতএব $9 + 7 = 6$; ১৬ হবে না। “দ’জন খেলোয়াড়েই হাতেই দু’টো করে তাস থাকবে। একজন সরাসরিভাবে না জিতলে দ’জনেই আরেকটা তাস পাবে। তাসের সংখ্যার যোগফল যার নম্বের কাছাকাছি হবে সে এই খেলায় জিতবে।”

(*অন্য তাসের চিহ্নগুলো সংখ্যা ধরা হবে)





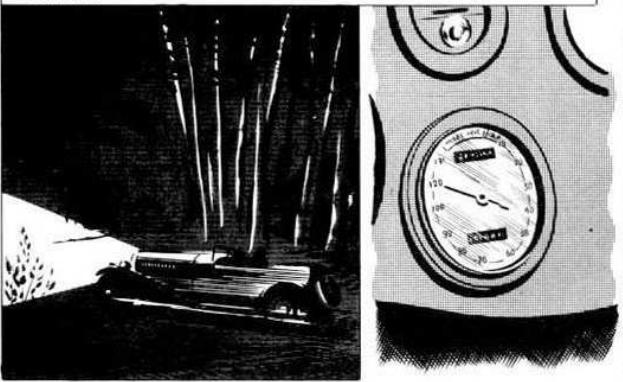


রাত ২টো বেজে ৩০ মিনিট— বড় কমিউনিস্ট গুপ্তচর
ল্যে শিফের থেকে জেতা অর্থ সংগ্রহ করল...





আমহাস্ট ডিলিয়ার্সের সুপারচার্জার বেন্টলির মধ্যে পিচশটি তেজিয়ান ঘোড়ার শক্তি
এনে দিল...



...একটু পরেই বড় সামনে দূরে অপহরণকারীদের গাড়িটা দেখতে
পেল— বড় মোকাবিলার জন্য তৈরি হল...



...গাড়িটির পিছন থেকে রাস্তার ওপর এক মারাঞ্চক ফাঁদ বিছিয়ে যেতে
শুরু করল...

বড় তীব্র গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে এসে ল্যে শিফের সেই পাতা ফাঁদে 'পা' দিল...



আগে ওর বন্ধুকটা
হাত করে, তারপর হাত বেঁধে
সোজা গাড়িতে নিয়ে গিয়ে
ফেলো— মেরোটাৰ সাথে!



ল্যে শিফের দেহরক্ষিটি ঘাড়ে এক
মোক্ষম রন্ধা মেরে বড়কে ঠাণ্ডা
করল...

বন্ধন তোমাকে
খন করার সুযোগ পাৰ
তুমি তখন এজননে
আফসোস কৰবে, বন্ধ!

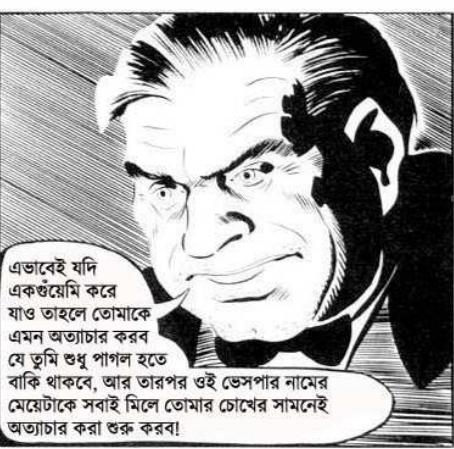
চোপ!







জুয়ার জেতা টাকা কোথায় দুঃখনো আছে জনার জন্ম ল্যু শিফের বড়ের
উপর নির্মম অভ্যাসের জন্মেই থাকল, বড়ের তরফ থেকে অবশ্য চাও
যত্নগায় শরীর মোড় দেওয়া হাত্তা আর কেন এরকমেই মাত্তিজ্ঞা পাওয়া
শেষ না...



এভাবেই ল্যু শিফের পরিসমাপ্তি ঘটল, নিজের দলের লোকের হাতেই...





"আমাদের তরফ থেকে খবর ছাড়ানো হয়েছে লো শিফ শামিকসংঘের তহবিলের তদন্তের ভয়ে নিজের দুই রঞ্জীকে গুলি করে আঘাতাতী হয়েছে..."



আর হাঁ, তোমার হোটেলের উপরের ঘর থেকে আড়িপাতা দুই মকেলকে আমরা গ্রেফতার করেছি। একেবারেই ছনোপুটি, টাকা দিয়ে ভাড়া করা হয়েছিল।"



তখুন একটা ব্যাপার বাদে। জুয়ায় জেতা টাকাগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে বলো তো? লো শিফের দলবলের মতো আমরাও তোমার ঘরে চিরন্তন-তরঙ্গি চালিয়েছি। কিন্তু কিছু খুঁজে পাইনি!



মিস লিন্ড— উনি প্রত্যোকদিন টেলিফোনে আগমন খবর নেন।





বড় আৰ ভেসপার একসাথে রওনা দিল...



কিন্তু লোকটা আমাদেৱ দিকে তাকাতে তাকাতে গেল। তোমায় বলছি সোনো, আমাদেৱ অনুসৰণ কৰা হচ্ছে। ওৱা জেনে গেল আমৰা কোথায় যাচ্ছি।'

ধূস, ও কিছু না! কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না। আমাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবেই-বা কেন! সবিহু তো চুক্রুকে গেছে।



সমুদ্ৰে ধাৰেৱ সেই সৱাইখানায় বড় আৱ ডেসপার শেষমেশ একাণ্ডে কিছু সময় কাটানোৱ সুযোগ পেল...



তাৱ পৱেৱদিন ভোৱবেলা বড় একাই সমুদ্ৰে সাঁতাৱ কেটে সৱাইখানায় ফিৰল...



তেস্পারের টেলিফোনের মিথোটা
দুই ঘৃণনের উপরেই সন্দেহের এক
ঘন কালো ছায়া নেমে এল যেন,
দু'জনেই শীরবে তাদের মধ্যাহ-
তোজন সারতে লাগল, এমন সময়...

কী হয়েছে, প্রিয়তমা?



সেদিন সন্ধিয়া বঙ্গের সাথে একাত্তে সময় কাটিয়ে তেস্পার তার বিষাদকে সুবের সাগরে ডুবিয়ে দিল... তার শেষ সন্ধায়...



তেসপার আর বেঁচে নেই, একটা চিঠি দে লিখে গেছে বড়ের নামে...

আমার স্থিতিম জেম্ম,
আমার হৃদয় ডুরা ভাসবামা নিয়ে,
মুখ হুমি এই চিঠিটা পড়তে আশা
করি শুধুমাত্র হুমি আমায় এমনই
ভাসবামবে। কারণ এখন এই চিঠিটা
কথাঙ্কলো দৃঢ়ে হুমি হয়তো আমাকে
হৃদ্বাত্রে শুক্র করবে... তা বিদায়
চিঠিটা পড়তে পড়তে বড়ের মনে হল
তেসপার নিজেই বুঝি তাকে এই
অবিশ্বাস্য কথাঙ্কলো বলছে...

হ্যাঁ, আমি রাশিয়ার
হয়েও গুপ্তচরভূতি
করতাম...

বড় তেসপারের চিঠিটা পড়তে থাকল...

শেরিং ক্রস রোডের একটা ঠিকানা থেকে
আমি নির্দেশ পেতাম...



রয়্যাল এয়ার ফোর্সের পোল্যান্ড-নিবাসী এক সেনার প্রেমে
পড়ি আমি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ও গুঙ্গত বিভাগ থেকে
প্রশিক্ষণ নেয়, পরে ওকে জেলে পোরা হয়...

জেলে ওর উপর নির্মম অত্যাচার চলে। রাশিয়ানরা আমাকে বলে ওদের হয়ে কাজ
না করলে ওকে মেরেই ফেলবে...

তেসপারের “শেষ সাক্ষ” এক চমকপ্রদ কাহিনির পর্দা ফাঁস করল...

আমাকে বলা হয়েছিল কাসিনোয় মেন আমি তোমার
পেছনে না দাঁড়াই, মেজানাই ওই বন্দুকবাজ অত
কাছাকাছি থেকে তোমায় শুলি করতে পারে।
তারপর তোমাকে ফাঁদে ফেললার জন্য আমায়
অপহরণের নাটকে শামিল হতে হয়...

এমনকী তোমার সাথে প্রথম দেখা হওয়ার
সময় থেকেই আমি তোমার উপর নজর
রাখতে শুরু করি...

এরপরই আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাই, তারপর
থেকেই সবকিছু তালগোল পাকাতে শুরু করে।
রাশিয়ানরা আমায় ওই হোটেল পর্যট পিছু ধাওয়া
করে, এবার ওরা আমার পোল্যান্ডের প্রেমাককে
মেরে ফেলবে, আর আমি বিছুই করতে পারব না...

তেসপার রাশিয়ার
গুপ্তচর আমার এখনও
বিশ্বাস হচ্ছে না!

তেসপারের শেষ চিঠির প্রতিটা অক্ষর বড়ের
চোখের সামনে মেন জুলজুল করতে থাকল...

তোমার কাজে লাগবে এমন বেশি কিছু বলতে পারব
না তোমায়। প্যারিসে যে নথরে আমি টেলিফোন
করেছিলাম সেটা হল— ইনভিলিস ৫৫২০০...

জানি তোমাকে এসব কথা বললে
আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কটা আর থাকবে না।
বুবাতে পোরেছিলাম আমাকে হয় রাশিয়ানদের হাতে
মরার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, তাতে হয়তো ওপা
তোমাকেও মেরে ফেলবে, নয়তো আমি নিজেই
নিজেকে শেষ করে দিতে পারি...

জেম্ম,
আমার ভাসবামা,
আমার স্থিতিম
ডেমদার

কিন্তু একজন গুপ্তচর হিসেবে তার সর্বপ্রথম কাজ হল ক্ষতিগ্রস্তে
পূরণ করা... অবশ্য সে ক্ষতি যদি পূরণ করতে পারা যায় তো...

সর্বনাশ! ব্রিটিশ গুপ্তচর
বিভাগের সদরদপ্তরের নাকের
ডগাম এক গুপ্তচর এতদিন ধরে রয়েছে!
এক্সুনি এম'কে থবরটা
দিতে হবে!

তেসপারের মৃত্যু ও দুঃখের সতরার উন্মোচনে বড়ের তাকে নিয়ে
দেখা সুখের স্পন্দনালো মেন কাচের মতো চুরমার হয়ে গেল...

তেসপার
স্মারক

